Issue cover not available

Vol. 17 | No. 2 | 1974

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় নাট্য আন্দোলন

Volume	17
Issue	2
Year	1974
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ মুর্তাজা আলী
Published online	February 1, 1974
DOI	10.62328/sp.v17i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v17i2.3
Pages	33-43
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় নাট্য আন্দোলন

সৈয়দ মুর্তাজা আলী

গত বৎসর বাংলাদেশে পেশাদারী মঞ্চের একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে উভয় বঙ্গের পত্র-পত্রিকায় সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকা শহরের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বাংলাদেশের মফস্বলে প্রথম নাটক অভিনয়ের গৌরব বরিশালের প্রাপ্য। ১৮৫৬-৫৭ সালে বরিশালে ডাক্তার দুর্গাদাস করের রচিত 'স্বর্ণ শৃঙ্খল' নাটক অভিনীত হয়। দুর্গাদাস কর সরকারী ডাক্তার ছিলেন। বরিশাল থেকে ঢাকা বদলী হয়ে আসলে তাঁর বন্ধু বৃন্দাবন বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটক ১৮৬৩ সালে প্রকাশ করেন।

নীলদর্পণ

কলকাতায় পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হওয়ার দশ বছর আগেই ঢাকা শহরে 'নীলদর্পণ' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। যখন 'নীলদর্পণ' ছাপা হয় তখন দীনবন্ধু ছিলেন ঢাকা বিভাগের ইন্‌সপেক্‌টিং পোস্টমাস্টার। সরকারী কাজে তাঁকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থানে যেতে হত। তখন এই দুই জেলায় অনেক নীলকুঠী ছিল। সেকালে ঢাকা শহরে ওয়াইজ, পগোজ ইত্যাদি নীলকর জমিদারদের দুর্দান্ত প্রতাপ। ওয়াইজ সাহেবের বার্ষিক আয় ছিল চৌদ্দ-পনেরো লক্ষ টাকা। নীলকরদের তখন 'ঢাকা নিউজ' নামে একটি ইংরাজী পত্রিকা ছিল। এই কাগজ ১৮৬২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ঢাকা শহরের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র—বাঙলা ছাপাখানা স্থাপিত হয় ১৮৫৯ সালে। এই ছাপাখানায় মুদ্রিত হয় 'নীলদর্পণ'—১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। মুদ্রাকর ছিলেন রামচন্দ্র ভৌমিক। দীনবন্ধু সরকারী কর্মচারী ছিলেন বলে বইখানি বেনামীতে ছাপান। দীনবন্ধুর সুহৃদ ও সাহিত্যিক দুর্গাদাস কর তখন ঢাকার সরকারী ডাক্তার। 'নীলদর্পণ'

ছাপা হবার সময়ে প্রতিদিন দীনবন্ধু রাত ন'টা-দশটা নাগাদ চলে আসতেন দুর্গাদাস করের বাড়ীতে। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দুই বন্ধুতে মিলে 'নীলদর্পণে'র প্রুফ দেখতেন। দুর্গাদাস করের দুই ছেলে রাধামাধব কর ও ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর পরে কলকাতার থিয়েটারে 'নীলদর্পণে'র অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। অভিনয়ে তিনি সাফল্য অর্জন করেন। রাধাগোবিন্দ কর কলকাতার আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। রাধামাধব করও একজন খ্যাতিমান অভিনেতা, নাট্যকার ও নাট্য-উন্নয়ন প্রকল্পের কর্ণধার ছিলেন।

'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হওয়ার পরের বৎসরই ঢাকাতে অভিনীত হয়। ১২-৬-১৮৬১ তারিখের কলকাতার 'হরকরা' পত্রিকায় তাঁদের ঢাকাস্থ সংবাদদাতা লেখেন :

> Our native friends entertain themselves with occasional theatrical performances and the 'Nil Darpan' was acted on one of these occasions.

স্যার কে. জি. গুপ্ত আই. সি. এস-এর ভাই গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত ওরফে লনী বাবু ও ডাক্তার দুর্গাদাস কর অভিনয়ের জন্য 'নীলদর্পণে'র কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন।

পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ

১৮৬২ সালে পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ বা East Bengal Dramatic Hall নামে একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা শহরে গড়ে ওঠে। আজকাল যেখানে জগন্নাথ কলেজ সেখানেই ছিল এই রঙ্গমঞ্চ। সবজী মহলের জমিদার ও সংগীতজ্ঞ মোহিনীমোহন দাস (যাঁর নামে ঢাকা শহরে একটি রাস্তা আছে), নর্মাল স্কুলের পণ্ডিত মতিলাল চক্রবর্তী, মুন্সেফ কোর্টের উকিল রায় চক্রবর্তী ও অভয় দাস প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ এই রঙ্গমঞ্চের উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা প্রথম অভিনয় করেন 'সীতার বনবাস'। এই নাটক সম্ভবত উমেশচন্দ্র মিত্রের লেখা। এর পরে তাঁরা কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০—৮৭) রচিত 'স্বপ্ন বিলাস' (প্রকাশ ১৮৩০) নাটক মঞ্চস্থ করেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার ধারা পুনরুজ্জীবনের সার্থক প্রয়াস করেছিলেন।

হরিশচন্দ্র মিত্র

এই সময়ে ঢাকা শহরে একজন উদীয়মান কবি, নাট্যকার ও সাংবাদিক ছিলেন হরিশচন্দ্র মিত্র (১৮৩৮—৭২)। তিনি ১৮৬২ সালে লেখেন

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে প্রহসন 'ম্যাও ধরিবে কে' ও 'শুভস্য শীঘ্রম'। তাঁর অন্যান্য নাটক : 'জানকী' (১৮৬৩), 'জয়দ্রথ বধ' (১৮৬৪), 'আগমনী' (১৮৭১), 'ঘর থাকতে বাবুই ভাজো', 'প্রহ্লাদ', 'রাম বনবাস', 'সপত্নী কলহ' ও 'হতভাগ্য শিক্ষক' (১৮৭০–৭২)। এখানে এই প্রতিশ্রুতিশীল লেখকের কিছুটা পরিচয় বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি ১৮৬০ সালের মে মাসে 'কবিতা কুসুমাবলী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। বাংলা ভাষায় এটি প্রথম কবিতা পত্রিকা। তিনি ১৮৬২ সালের মাঝামাঝি 'অবকাশ রঞ্জিকা' নামে আর একখানি সাহিত্য পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৭০ সালের মে মাসে তিনি 'মিত্র প্রকাশ' নামে আর একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৬০ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত 'ঢাকা-দর্পণ' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রেরও তিনি সম্পাদক ছিলেন। তিনি অনেক কাব্যও রচনা করেছিলেন। তাঁর পিতা হাওড়া থেকে ঢাকায় এসে জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী করতেন। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে হরিশচন্দ্র দৈন্যদশায় অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। মনে হয় দীর্ঘজীবী হ'লে তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থায়ী আসনের অধিকারী হতে পারতেন।

১৮৬৫ সালে ময়মনসিংহের শেরপুরের জমিদাররা মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটক মঞ্চস্থ করেন।

এ যুগে ঢাকা শহরের একজন উৎসাহী নাট্যকার ছিলেন রাধামাধব চক্রবর্তী। তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' নাটক লেখেন। তিনি গিরীশ ঘোষের বিখ্যাত 'আবু হোসেন' নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য পরিবর্তন করেন। উপরোক্ত নাটক দুইটি লেখকের একরামপুরের বাড়ীতে ১৮৬৮ সালে অভিনীত হয়।

ইস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক হলে মনোমোহন বসুর (১৮৩১–১৯১২) 'রামাভিষেক' (১৮৬৭) নাটক ১৮৭২ সালের ৪ঠা এপ্রিল টিকেট বিক্রি করে মঞ্চস্থ হয়। টিকেটের হার ছিল ১, ২ ও ৪ টাকা। পগোজ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আরমেনীয়ান জমিদার Nichie Pogose ও অনেক মুসলমান জমিদার দর্শকদের মধ্যে ছিলেন। কলকাতা থেকে এসে এক চিত্রকর দৃশ্যাদি অঙ্কন করেন। অভিনয়ে ছাত্রদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অভিনয়ে টিকিট বিক্রী করে যে লাভ হয় তা জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয় করা হয়। 'রামাভিষেক' ছিল সে যুগের একটি মঞ্চ-সফল নাটক। ১৮৭২ সালের মে মাসে আসামের বর্তমান রাজধানী গৌহাটী শহরেও 'রামাভিষেক' নাটক অভিনীত হয়েছিল।

এর পরে জগন্নাথ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বালিয়াটীর জমিদার কিশোরীলাল চৌধুরীর ঢাকা শহরের বাড়ীতে রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২–৮৬) 'নবনাটক' (প্রকাশ ১৮৬৬) অভিনীত হয়।

প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার

১৮৭১ সালে ঢাকা শহরে প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার নামে একটি নাট্য সমাজ গঠিত হয়। তারা মোহিনী মোহন দাসের কাছ থেকে ইস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক হল ভাড়া নেন। এই নাট্য সমাজের উদ্যোক্তা ছিলেন পূর্বে উল্লেখিত রাধামাধব চক্রবর্তী, বিখ্যাত পালোয়ান শ্যামাকান্ত গাংগুলি (১৮৫৮—১৯১৮), মুন্সীগঞ্জ হাইস্কুলের রেক্টর দ্বারকানাথ চক্রবর্তী, ফরাসগঞ্জের সাবান ব্যবসায়ী দুই ভাই—আকমল খাঁ ও ইউসুফ খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিগণ। তাঁরা মঞ্চস্থ করেন 'মেঘনাদবধ', 'শরৎসরোজিনী' ও 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক' নাটক। উপেন্দ্রনাথ দাসের (১৮৪৮—৯৫) 'শরৎ সরোজিনী' (১৮৭৪) সে যুগের একটি মঞ্চ-সফল নাটক। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭—১৯১৯) পল্লী গ্রামে মঞ্চস্থ করার উদ্দেশ্যে 'মেঘনাদবধ' নামক গীতিবহুল নাটকটি লিখেছিলেন। পরে 'মেঘনাদবধ' নাটক লেখেন হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার ১৮৭৭ সালে, গিরীশ ঘোষ (১৮৪৮—১৯১১) ১৮৭৯ সালে, অক্ষয়কুমার দে, নফরচন্দ্র দত্ত ও রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮০ সালে। ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্তের (১৮৪৯—১৯০০) ভাই উমেশচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন ঐতিহাসিক নাটক 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক' ১৮৭৬ সালে।

ঢাকায় হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার

১৮৭৩ সালের মে মাসে কলকাতার হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় এসে 'নীলদর্পণ', 'শর্মিষ্ঠা', 'নবনাটক', 'বিধবা বিবাহ' ইত্যাদি নাটক অভিনয় করেন। অভিনেতাদের নায়ক ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল বসু (১৮৫৩—১৯২৯) ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী (১৮৫০—১৯০৯)। পূর্বে উল্লেখিত নাট্যামোদী মোহিনীমোহন দাস অভিনেতাদের ব্যবহারের জন্য তাঁর বুড়ীগঙ্গা তীরস্থ সুন্দর বাগানবাড়ী ছেড়ে দেন। বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্যে ছিলেন সুবিখ্যাত বাগ্মী ও সাহিত্যিক রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩—১৯১১), ঢাকার তৎকালীন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে কলকাতা হাইকোর্টের জজ Rampini, জননেতা অভয় দাস প্রভৃতি। নবাববাড়ীর বেনং পার্টি ও মোহিনীমোহন দাসের কনসার্ট অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। প্রায় এক মাস সফল অভিনয় করে ন্যাশনাল থিয়েটার কলকাতা ফিরে যান। অমৃতলাল বসুর মতে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফীকে নিয়ে ঢাকার জনসাধারণ যেরূপ মাতামাতি করে এরূপ অভিনন্দন আর কোন অভিনেতার ভাগ্যে সে যুগে ঘটেনি। পরে এই দল রাজশাহী শহরে ও দীঘাপাতিয়ায়ও অভিনয় প্রদর্শন করেন।

এঁদের দেখাদেখি সে বৎসর (১৮৭৩) ন্যাশনাল থিয়েটারের দলও কলকাতা থেকে অভিনয় দেখাতে ঢাকা আগমন করেন। মোহিনীমোহন বাবুর ভাই রাধিকা বাবু এই

দলের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁরা অভিনয় করেন জীবনবাবুর বাড়ীতে অবস্থিত রঙ্গ-মঞ্চে। নানা কারণে এই দলের অভিনয় সফল হয়নি। অভিনেতারা জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কলকাতা ফিরে যান।

গত শতাব্দীর অষ্টাদশ দশকে কিশোরীলাল চৌধুরীর উৎসাহে মনোমোহন বসুর (১৮৪৫—১৯১২) 'হরিশচন্দ্র' (১৮৭৫) অভিনীত হয় জগন্নাথ কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে। এই অভিনয় এত সুন্দর হয়েছিল যে সাব-জজ গঙ্গাচরণ বসু অভিনয় দেখে মন্তব্য করেন : **This is the second national theatre in Bengal.**

১৮৭৯ সালে গৌরীচাঁদ শেঠী কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলে উক্ত দল আগস্ট মাসে ঢাকায় এসে ইস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক হলে অভিনয় করেন। এর আগে ঢাকা শহরে শুধু শনিবারে অভিনয় হত। এ সময় থেকে ঢাকায় বুধবারে ও রবিবারেও অভিনয় হওয়া আরম্ভ হয়। এঁদের উদ্যোগেই ঢাকার রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোকেরা প্রথম অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। এতে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ পেপ, অধ্যাপক ডক্টর পি. কে. রায়, রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ ইত্যাদি প্রাচীনপন্থীগণ স্ত্রীলোকদের অভি-নয়যুক্ত নাটক ছাত্রদের দেখা অনুচিত বলে আপত্তি উত্থাপন করেন। হেডমাস্টাররা আদেশ জারী করেন ছাত্ররা স্ত্রীলোকের অভিনীত নাটক দেখতে যেতে পারবে না। কিন্তু ঢাকার নবাব আবদুল গণি (১৮৩০—৯৬), জমিদার মোহিনীমোহন দাস ইত্যাদি গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা এই মতবাদের বিরোধিতা করেছিলেন।

১৮৮১ সালে নবাবপুর থিয়েটার কোম্পানী রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২—৮৬) 'শকুন্তলা' নাটক অবলম্বনে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক সংকলন ও প্রকাশ করেন। এই থিয়েটার কোম্পানীর উদ্যোক্তা ছিলেন পণ্ডিত রাম চক্রবর্তী, গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত ও কৃষ্ণ-কিশোর বসাক। এঁদের কেউ কেউ অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। গত শতাব্দীর নবম দশকে নবাবপুর থিয়েটার কোম্পানী সফল অভিনয় করে গেছেন।

১৮৮৭ সালে কলকাতার সুপরিচিত স্টার থিয়েটারের দল ঢাকা শহরে অভিনয় করতে আসেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অভিনয়মঞ্চ ছিল ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সন্নিকটে। এবার ব্রাহ্মনেতারা ছাত্রদের অভিনয় দেখাতে আপত্তি উত্থাপন করেন। ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় ১৮৪৬ সালে। ১৮৭০ সালে যখন ব্রাহ্মমন্দির নির্মিত হয় তখন প্রায় একশো ব্রাহ্ম-পরিবার ঢাকা শহরে বাস করতেন। সে যুগে ঢাকা শহরে শিক্ষিত ও প্রগতিশীল হিন্দুদের অধিকাংশ ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। থিয়েটারে মেয়েদের অংশ নেওয়া সম্বন্ধে সে যুগের ব্রাহ্মদের উন্নাসিক মনোভাবের কথা সুবিদিত।

স্টার থিয়েটারের অভিনেতারা অভিনয় শুরু করলে নিকটবর্তী স্থান থেকে রঙ্গ-মঞ্চের টিনের ছাদের উপর ইট-পাটকেল পড়তে লাগল। তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ প্লেস ও পুলিশ সুপার মিঃ ক্লার্ক অভিনেতাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। এতদ-সত্ত্বেও প্রবল বিরুদ্ধ জনমতের জন্য অভিনয় সফল হতে পারেনি। অবশেষে স্টারের অভিনেতাগণ বিফলমনোরথ হয়ে ঐ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর কলকাতা ফিরে যান।

১৮৭৩, ১৮৭৯ ও ১৮৮৭ সালে কলকাতা থেকে বিভিন্ন পেশাদার থিয়েটারের দল অভিনয় করতে ঢাকা এসেছিলেন। অমৃতবোস ও অর্ধেন্দুশেখরের দল ছাড়া আর সব দলই ঢাকায় জনসাধারণের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এর কারণ নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে।

১৮৬২ সালে ঢাকায় একটি নাট্যসমাজ গড়ে ওঠে। কালক্রমে এই আন্দোলন জোর-দার হয়। ঢাকার নাট্যসমাজের সমর্থকরা বহিরাগতের প্রতি বিরূপ ছিলেন। এদের রেষারেষির জন্য কলকাতা থেকে আগত শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা ঢাকার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সাফল্য লাভ করতে ব্যর্থ হন।

১৮৮৩ সালে জুবিলী স্কুলে 'ভারতমাতা' (১৮৭৩) গীতিনাট্য অভিনীত হয়। এই নাটকের লেখক কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ভারতমাতার যে সংস্করণ ১৮৮৩ সালে ঢাকা শহরে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে লেখকের নাম ছিল কেদারনাথ ঘোষ ও রাম চক্রবর্তী। মনে হয় তাঁরা মূল নাটকের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নিজেদের নামে প্রকাশিত করেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ী ও সঙ্গীতজ্ঞ মদনমোহন বসাকের (যাঁর নামে ঢাকা শহরে একটি রাস্তা আছে) উদ্যোগে এই নাটক অভিনীত হয়েছিল।

ইলিশিয়াম থিয়েটার

গত শতাব্দীর নবম দশকে নবাবপুরে ইলিশিয়াম থিয়েটার নামে একটি নাট্য-সংস্থা গড়ে ওঠে। এঁরা 'বিল্বমঙ্গল', 'শকুন্তলা', 'জটিল চরিত', 'সীতার বনবাস', 'প্রভাসমিলন', 'নীলদর্পণ' ইত্যাদি বহু নাটকের অভিনয় করেন। অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ ও রাম চক্রবর্তী ইলিশিয়ামে অভিনয়ের জন্য গিরীশ ঘোষের সুবিখ্যাত 'বিল্বমঙ্গল' নাটক পরিবর্তিত করে প্রকাশ করেন ১৮৮৮ সালে। কুঞ্জলাল নাগ এই থিয়েটারের ড্রামাটিক ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। এই নাটক খুব জন-প্রিয়তা লাভ করে ও এই শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের পল্লীঅঞ্চলে নানা স্থানে অভিনীত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কালিদাসের 'মালতী মাধবে'র বাংলা অনুবাদ বাংলাদেশে একটি জনপ্রিয় নাটক ছিল। গত শতাব্দীর শেষ দশকে ঢাকা সারস্বত সমাজের অধ্যক্ষ ও ঢাকা কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্নের (১৮৪২—১৯১৪) উদ্যোগে 'মালতীমাধব' তাঁতীবাজারে জাঁকজমকের সাথে অভিনীত হয়। 'মালতীমাধবে'র বাংলা অনুবাদের পথিকৃত ছিলেন কালিপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪১—৭০)। তাঁর অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। এর পরের বছর লোহারাম শিরোরত্ন এই নাটকের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৬৭ সালে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও ১৯০০ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও (১৮৪৮—১৯২৪) এই নাটকের অনুবাদ করেন।

সনাতন নাট্যসমাজ

আনুমানিক ১৮৮৮ সালে লালমোহন সাহা শঙ্খনিধি, রাখালচন্দ্র বসাক ইত্যাদি বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'সনাতন নাট্য সমাজ' নামে এক এমেচার থিয়েটার পার্টি গড়ে ওঠে দক্ষিণ মইশুণ্ডীতে। তারা রামকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯—৯৪) লেখা 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটক অভিনয় করেন। এই নাটক এতই জনপ্রিয় ছিল যে কলকাতার বেঙ্গল থিয়েটারে লক্ষাধিক দর্শক এর অভিনয় দেখেন। এই নাটক মঞ্চস্থ করে উক্ত থিয়েটার কোম্পানী নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করেন। বাঙালী হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ভক্তিরসের যে একটি সহজ আবেদন আছে তাই ছিল এই নাটকের উপজীব্য। এই নিমিত্ত এই নাটকটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ঢাকার নাট্যাভিনয়ের নট-শিক্ষক ছিলেন রাধামাধব চক্রবর্তী। নৃত্যশিক্ষক ছিলেন আকাশচন্দ্র বসাক। অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন রাখালচন্দ্র বসাক, অনন্তহরি সূত্রধর ও পঞ্চানন চক্রবর্তী। এই সময়ে নবাবপুরের ইলিশিয়াম থিয়েটার ও দক্ষিণ মইশুণ্ডীর সনাতন নাট্যসমাজ এই দুই দলের অভিনেতাদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলছিল। অবশেষে একদিন ঝড়ে মঞ্চটি উড়িয়ে নেওয়ায় 'সনাতন নাট্যসমাজ' উঠে যায়।

ক্রাউন থিয়েটার

এ সময়ের পরে গত শতাব্দীর শেষ দশকে মনিমোহন সাহা, রাখালচন্দ্র বসাক, কলুটোবাজারের জমিদার হরিদাস বসাক, পতুবাবু ইত্যাদির উদ্যোগে 'ক্রাউন থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজে'র পুরাতন রঙ্গমঞ্চ ভেঙে সেখানে ক্রাউন থিয়েটারের উদ্বোধন করা হয়। এই থিয়েটারে সর্বপ্রথম স্থানীয় স্ত্রীলোকেরা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। পরে কলকাতা থেকে অভিনেত্রী আনয়ন করা হত। ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'ক্রাউন থিয়েটারে' গিরীশ ঘোষের 'পূর্ণচন্দ্র' নাটক অভিনয় করা হয়। নায়কের

ভূমিকায় ছিলেন ললিতচন্দ্র দাস ও নায়িকার ভূমিকায় দুর্দনিয়া নাম্নী স্ত্রীলোক। এর পরে গিরীশ ঘোষের 'চৈতন্যলীলা', 'নলদময়ন্তী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'জনা', রামকৃষ্ণ রায়ের 'লায়লা মজনু' ইত্যাদি নাটক এই থিয়েটারে অভিনীত হয়। 'জনা' অভিনীত হওয়ার কিছুকাল পরে ক্রাউন থিয়েটারের মালিকদের মধ্যে বিবাদ বাধে। পরে রাখালচন্দ্র বসাক একাই এই থিয়েটারের মালিক হন। তিনি কলকাতা থেকে ভবরানী, সুকুমারী দত্ত, মহেন্দ্রলাল বসু, শশীভূষণ ঘোষ ইত্যাদি অভিনেত্রী ও অভিনেতাদের এনে দক্ষতার সাথে থিয়েটার পরিচালনা করেন।

প্রথম প্রথম ক্রাউন থিয়েটারে সারারাত ধরে অভিনয় হত। পরে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম-সমাজ, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ মণ্ড ইত্যাদি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্বাস্থ্য ও শান্তিভঙ্গের কারণে আপত্তি উত্থাপন করায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাত এগারোটা পর্যন্ত অভিনয়ের সময় নির্ধারণ করেন। এসকল অসুবিধার কারণে মঞ্চ ইসলামপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন থেকে যুগীনগরে দ্বারকানাথ কর্মকার ও বনগ্রামের ব্রজলাল সাহা বণিক কোম্পানীর মালিক হন। নূতন মালিকরা কলকাতা থেকে অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফী, প্রিয়লাল ঘোষ, রাজবালা ইত্যাদি অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের আনান। তাঁরা কিন্তু থিয়েটার কোম্পানীকে সাফল্যজনকভাবে চালাতে পারেননি। কাজেই রাখালচন্দ্র বসাকের কাছে তাঁরা পুনরায় কোম্পানী বিক্রি করেন।

এর পরে ক্রাউন থিয়েটারে অনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুলাবাই', যোগেন্দ্র গুপ্তের 'আনারকলি', কালিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'সতীসুকন্যা', 'নৈশবালা' বা 'অষ্টবজ্র মিলন', 'কেদার রায়', 'সুরসুন্দরী' ইত্যাদি বহু নাটক অভিনীত হয়।

ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার[৪]

বালিয়াটির জমিদার নাট্যামোদী কিশোরীলাল চৌধুরী ও শশীঘোষ ক্রাউন থিয়েটার থেকে কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করে ১৮৯৭ সালে ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার নীলমাধব চক্রবর্তী, রানুবাবু ইত্যাদি অভিনেতারা এই মঞ্চে অভিনয় করেন। তাঁদের অভিনয় নৈপুণ্যে জুবিলী থিয়েটারের অভিনয়ের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই মঞ্চে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৪—১৯২৭) অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'আলিবাবা' (১৮৯৭) ও 'প্রমোদরঞ্জন' (১৮৯৮) অভিনীত হয়। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'চিড়িয়াখানা' নামক প্রহসনও এখানে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। কিছুকাল ক্রাউন ও ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলে। পরে জুবিলী থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক কিশোরীলাল চৌধুরীর মৃত্যু হলে এর অবনতি ঘটে। পরিশেষে এই জায়গায় গড়ে ওঠে লায়ন থিয়েটার।

ঢাকা শহরে অপেরা ও অন্যান্য জনপ্রিয় নাটক

গীতিমুখর অপেরা জাতীয় নাটক সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঢাকার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। ঢাকা শহরে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় ১৮৫৯ সালে। এর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় অপেরা ছাপোবার হিড়িক পড়ে যায়। ১৮৬২ সালে হরিশচন্দ্র মিত্র বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে 'ম্যাও ধরিবে কে?' ও 'শুভস্য শীঘ্রম' এই দুইখানা প্রহসন প্রকাশ করেন। গোবিন্দ চক্রবর্তীর 'অশুভস্য কালহরনম্' গৌরমোহন বসাকের 'অশুভ পরিহারক' হরিশচন্দ্র বসাকের 'শ্যাম কিশোরী' ইত্যাদি প্রহসন ১৮৬২ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে ঢাকা শহরে মুদ্রিত হয়।

ঢাকায় গত শতাব্দীতে যে সকল নাটক ছাপা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১। কুণ্ডেশ্বরী মিলন (গীতিনাট্য) : লেখক গোবিন্দ চক্রবর্তী ৬-১১-৭৫ তারিখে প্রকাশিত।

২। ভারতমাতা (গীতিনাট্য) : কেদরনাথ ঘোষ ও শ্রীরাম চক্রবর্তী (জানুয়ারী) (১৮৮৩)।

৩। ভ্রমর গীতা ও নারদসংবাদ : কৃষ্ণদাস ও বসন্তকুমার বসাক (১১-২-১৮৭৬)।

৪। ভ্রমরগীতা ও নারদসংবাদ : কৃষ্ণদাস ও বসন্তকুমার বসাক (১১-২-১৮৭৬)।

৫। প্রভাসমিলন প্রকাশক গ্রেট ইলিশিয়াম থিয়েটার কোম্পানী (১৮৯১)।

৬। তাজ্জব ব্যাপার (প্রহসন) : অমতলাল বসু (১৮৯১)।

৭। দানকেলী কৌমুদী (গীতিনাট্য) : রামকুমার বসাক (১৮৯৭)।

উর্দু নাটক

ঢাকা শহরের কিছু বনিয়াদী বাসিন্দা ভাঙা উর্দু ভাষায় কথা বলেন। ঢাকার নবাব পরিবার ও কিছু অভিজাত পরিবারে উর্দুভাষার চর্চা ছিল। এই কারণে গত শতাব্দীতে ঢাকা শহরে উর্দু নাটকের অভিনয় হত।

গত শতাব্দীর নবম দশকে নন্নুবাই, আন্নুবাই ও নয়াবেন নামে তিন ভগ্নী ইস্ট-বেঙ্গল ড্রামাটিক হল ভাড়া নিয়ে টিকিট বিক্রী করে 'ইন্দ্রসভা' 'যাদুনগর' ইত্যাদি উর্দু নাটক অভিনয় করেন। আমানতের লেখা 'ইন্দ্রসভা' নাটক উত্তর-ভারতে প্রায় সিকি শতাব্দী পর্যন্ত একটি জনপ্রিয় নাটক ছিল। ভাওয়াল জয়দেবপুরের নাট্যামোদী জমিদারদের উদ্যোগে সেখানেও 'ইন্দ্রসপ্রা' মঞ্চস্থ হয়। ফরাসগঞ্জের আকমল খাঁ ও ইউসোফ খাঁ নামক নাট্যামোদী ভ্রাতৃদ্বয় ও শেখ ফয়েজ বখশ ঢাকা শহরে 'ফরহাত

আফরোজ' থিয়েটার কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা কানপুরের নওয়াব আলী নাতিশকে উর্দু নাটক লিখতে নিযুক্ত করেন। নাতিশ প্রায় চল্লিশখানা নাটক লেখেন ও এদের মধ্যে ত্রিশখানা মঞ্চস্থ করা হয়। মীর্জা ওয়ালী জান কমরও অনেক উর্দু নাটক লেখেন। নবাব আহসানউল্লাহ (১৮৪৬—১৯০১) কয়েকখানি ক্ষুদ্র উর্দু নাটক লেখেন ও আহসান মঞ্জিলের পারিবারিক রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ করেন।

বাংলা নাটকের খতিয়ান

বাংলাভাষার নাটক রচনা শুরু হয় ১৮৫২ সালে। ১৮৫২ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ১৩৫৯ খানা নাটক প্রকাশিত হয়। তবে এই পরিসংখ্যানে বাংলাদেশে প্রকাশিত অনেক নাটক গণনা করা হয়নি। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশে ২৯২ খানা নাটক প্রকাশিত হয়।

নিম্নে পূর্বে নির্দেশিত ১৩৫৯ খানা নাটকের প্রকাশকাল নির্দেশ করা গেল ঃ

প্রকাশকাল	সংখ্যা
১৮৫২—৬০	৩২
১৮৬১—৭০	৮৭
১৮৭১—৮০	২১১
১৮৮১—৯০	১৪৩
১৮৯১—১৯০০	১৩৩
১৯০১—১০	১৬৪
১৯১১—২০	১৮৬
১৯২১—৩০	১৩৭
১৯৩১—৪০	১৫১
১৯৪১—২০০২	১১০

এই তালিকা থেকে অনুমিত হয় নাট্য আন্দোলনের স্বর্ণযুগ ১৮৭১—৮০ ও ১৯০১—১০ সাল। ১৮৭২ সালে কলকতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়। এ যুগে মাইকেল, দীনবন্ধু, মনোমোহন বসু, মীর মোশাররফ হোসেন ইত্যাদি প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০১ থেকে ১৯১০ সাল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। এসময়ে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরীশ ঘোষ প্রভৃতি বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠতম নাট্যকাররা নাটক রচনা করেছেন। ১৯৪০ সাল থেকে নাটকের সংখ্যা কমে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশে যে অনিশ্চয়তা ও অভাব অনটনের সৃষ্টি করে তাতে

নাট্য আন্দোলন ব্যাহত হয়। এই সময় থেকে সবাক চলচ্চিত্র দর্শকদের চিত্তরঞ্জনের প্রধান মাধ্যমের স্থান গ্রহণ করেছে।

১৮৫২ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসরে ১৪ খানা নাটক প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৭৫ সালে সবচেয়ে বেশী নাটক, ৪৯ খানা, প্রকাশিত হয়। একা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এই বছরে আটখানা নাটক প্রকাশ করেন। সবচেয়ে কম নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে—মাত্র দুইখানা। ১৮৮৬ সালেও মাত্র আটখানা নাটক প্রকাশিত হয়।

১৮৫২—১৯৫২ এই একশো বছরে ছাপা হওয়া নাটকের মধ্যে সামাজিক ও বিবিধ নাটক শতকরা ৪১, পৌরাণিক নাটক ৩৬ ও ঐতিহাসিক নাটক ২৩। হিন্দু দর্শকদের ধর্মসম্বন্ধীয় ভাবাবেগ বাংলা ভাষায় এত অধিক সংখ্যক পৌরাণিক নাটক সৃষ্টির কারণ। পরাধীন দেশে ঐতিহাসিক নাটক অধিক জনপ্রিয় হয়। দেশাত্মবোধই ঐ সকল নাটকের উপজীব্য।

নানা কারণে বাঙালী মুসলমান নাটক রচনার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখায়নি। মীর মোশাররফ হোসেন এ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তবে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হ'য়েছে কিনা তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বড় বড় শহরের বাসিন্দারা সাধারণত নাটক বেশী দেখেন। কলকাতা শহরে সবচেয়ে বেশী নাটক মঞ্চস্থ হয়। কলকাতা শহরে বঙ্গভাষাভাষী মুসলমানের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না।

তথ্য সংকেত

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৬)।
২। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৬৮)।
৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড : সুকুমার সেন (১৯৪৯)।
৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ৪র্থ খণ্ড : কাজী দীন মোহাম্মদ (১৯৬৯)।
৫। বিশ্বকোষ : নগেন্দ্রনাথ বসু : 'রঙ্গমঞ্চ'।
৬। Dacca District Gazetteer (New Edition) : SNH Rizvi 1970
৭। A City & its Civic body : Dacca Municipality Souvenir 1966
৮। বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী : শামসুল হক (১৯৭০)।
৯। পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিন বিহারীগুপ্ত (১৩৭৩)।
১০। 'ঢাকার নাট্যশালার আদি ইতিহাস' : শিশির কুমার বসাক : 'আজাদ' (১৯৬৪)।
১১। 'যাত্রা ও নাটক' আসকার ইবনে শাইখ [সংযোগ সাহিত্য সংকলন] (১৯৬৫)।
১২। 'প্রতিভা' : মাসিকপত্র ১৩৩২ ও ১৩২৫।

[১০ নং প্রবন্ধ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য আহরণ করা হয়েছে।]